Reprinted, Apr 2025

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

১০০ قِصَّةٍ وَقِصَّةٍ فِيْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
– এর অনুবাদ

মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের গল্প

মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মিনশাবী

অনুবাদ
আদীবা আফরিন

সম্পাদনা
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

শিষ্টাচার **মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের গল্প**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০–২০২৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪৬ / এপ্রিল ২০২৫
প্রথম প্রকাশ : রমযান ১৪৪১ / মে ২০২০
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

ISBN : 978-984-94323-3-3

মূল্য : ৳২৪০ (দুই শত চল্লিশ টাকা মাত্র) USD $10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মুহম্মাদ সিদ্দিক আল-মিনশাবি—কারী হিসেবেই সারাবিশ্বে পরিচিত। তিনি যে কিছু অমূল্য গ্রন্থও রচনা করেছেন, এটা হয়তো অনেকেই জানি না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের গল্প*—তারই রচিত *মিআতু কিসসাতিন ওয়া কিসসাতিন ফি বিররিল ওয়ালিদাইন*-এর বাংলা অনুবাদ। ইসলাম মানুষকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এক সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে। এটি মানুষের চাহিদা ও নৈতিক চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে চূড়ান্ত সফলতার দিকে নিয়ে যায়। এ থেকে বিচ্যুতি মানেই পরাজয়। আর তখনই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নানা বিপর্যয় নেমে আসে। এতে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলও ভেঙে পড়ে। ব্যক্তিকে নিয়েই যে সমাজ, সেই সমাজের শুরু মা-বাবা থেকেই। পরিবারে যে সন্তানের আগমন ঘটে, তার বেড়ে ওঠা যেমন মা-বাবার ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তেমনি তার পুরো জীবনের সফলতার ভিত্তিও তারা-ই। এটি একটি শ্বাশত পরম্পরা যা আবর্তিত হতেই থাকে। পিতামাতার প্রতি অবাধ্য সন্তান নিজেও সন্তানদের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে। আবার নেক পিতা-মাতার সন্তান কখনো বিপথে যায় না। এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর এসব দৃষ্টান্ত থেকে একশটি গল্প ও উপদেশ নিয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে।

আমরা গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির পাঠক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১৫ মে ২০২০

কিছু কথা

মা-বাবা। দুটি শব্দ। শ্রদ্ধার। ভালোবাসার। মায়া ও মমতার। দুজন মানুষ—যাদের অবদানে পৃথিবীর আলো দেখা আমাদের; যাদের শরীরের ঘাম ও চোখের অশ্রু মসৃণ করেছে আমাদের পথ চলা। এ জীবনে তাদের ঋণ শোধ করা আদৌ কি সম্ভব?

ইসলাম মা-বাবার সর্বোচ্চ সম্মান নিশ্চিত করেছে। রবের পর তাদেরকে ভূষিত করেছে সর্বাধিক সম্মানে। স্পষ্ট বলেছে তাদের অধিকারগুলোর কথা। তাদের মর্যাদা ভূলণ্ঠিত হয়, রুদ্ধ করে দিয়েছে এমন সকল পথ। শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছে তাদের স্বর্ণালংকৃত আসনকে। ইসলাম বলছে, 'জান্নাত তোমার মায়ের পদতলে,' 'পিতা হলেন জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, সুতরাং ইচ্ছা করলে এটা ভেঙেও ফেলতে পার অথবা এর রক্ষণাবেক্ষণও করতে পার।'

এই যদি হয় ইসলামের কথা, তবে বৃদ্ধাশ্রম! হ্যাঁ, বলছি সে প্রসঙ্গেই। মূলত মুসলিম জীবনে বৃদ্ধাশ্রম নামে কোনো অনুষঙ্গ নেই। নেই এর কোনো ধারণা। তবে যা আছে, তা জানতে সত্যিই বক্ষমাণ গ্রন্থটি একবার পড়ে দেখা প্রয়োজন। এতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য। সাহাবা ও তাবেয়ীনদের কর্মপন্থা। মণীষীদের চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর ঘটনা এবং বাণী সমাহার।

এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মিনশাবির *মিআতু কিসসাতিন ওয়া কিসসাতিন ফি বিররিল ওয়ালিদাইন*-এর অনুবাদ যা *মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের গল্প* নামে প্রকাশিত হচ্ছে। বড় ভাই মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব সাহেব গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাকে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন। পাঠক, গ্রন্থটি এখন আপনাদের হাতে। আপনাদের পাঠোদ্দীপনা আমাদের প্রাণিত করবে।

আদীবা আফরিন

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
মা-বাবার প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে কুরআনের কথা	১৫
রাসূল সা.-এর হাদিসে মা-বাবা	১৭
মা-বাবার প্রতি সদাচরণের ফযিলত	১৮
মা-বাবার প্রতি নবীদের সদাচরণ	১৮
হে আমার রব, আমাকে উপদেশ দিন	২৩
আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করেছি	২৪
আমি কি তার প্রতিদান দিতে পেরেছি	২৫
আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম আমল	২৫
মাকে আমি বহন করছি	২৬
জান্নাত মায়ের পদতলে	২৭
জান্নাতি কোনো বস্তু এনে দাও	২৭
মায়ের সঙ্গে সর্বাধিক সদাচারী	২৮
নাক ধূলো মলিন হোক	২৮
আমি আমীন বললাম	২৯
জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা	৩০
আপনি কাঁদছেন কেন	৩০
মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ গুনাহকে ধুয়ে ফেলে	৩১
কবীরা গুনাহের কাফফারা	৩১
মহাপুণ্য	৩২
এক ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি	৩৩
ধ্বংস থেকে মুক্তি	৩৪
আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত	৩৫
মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণের বরকত	৩৬
মায়ের দুআ	৩৬
উওয়াইস ও মায়ের সঙ্গে তার সদাচরণ	৩৭
ইবরাহিম আ. ও একজন অকৃতজ্ঞ স্ত্রী	৩৯
ইবরাহিম আ. ও একজন পূণ্যবতী স্ত্রী	৪০
জান্নাতে মূসা আ. এর সঙ্গী	৪২
মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ হজ উমরা ও জিহাদতুল্য	৪৩
মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ নফল রোযা হতেও উত্তম	৪৪
আমার মা ও আমার নামায	৪৫
মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ নফল নামায থেকেও	৪৭
মা-বাবার কাছে ফিরে যাও	৪৭

মা-বাবার সেবা করেই জিহাদের ফযিলত অর্জন	৪৮
তোমার মায়ের কাছে অবস্থান করো	৪৯
আল্লাহর পথে	৪৯
এ দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে কে দেখবে	৫০
মা-বাবার অনুমতি ছাড়া জিহাদেও যেয়ো না	৫১
তিনটি দুআ কবুল করা হয়	৫২
ইমাম বুখারী রহ.-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো	৫৩
আল্লাহ তাআলা তোমার পা ভেঙ্গে দিন	৫৩
মা-বাবার দিকে তাকানোও ইবাদত	৫৪
মুরগীকে খাবার দাও	৫৪
তোমার পিতা উমরতুল্য হলে তাকে তালাক দাও	৫৫
আবু বকর রা. ও তার পুত্র	৫৬
এমন কাজ করবেন না মা	৫৭
মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখ	৫৮
বাবার সঙ্গে সদাচরণ কর	৫৯
যদি তার সঙ্গে কথা বলো নম্র ভাষায়	৬০
সদা সত্য কথা বলতে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ	৬২
ঈদের দিন	৬৪
তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতা-মাতার	৬৪
তোমাকে কিসে এ কাজে উৎসাহিত করল	৬৫
আমার মায়ের জন্য দুআ করুন	৬৬
তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না	৬৬
তোমার কণ্ঠস্বর উঁচু করো না	৬৭
আবু হুরাইরা রা.-এর উপদেশাবলী	৬৮
তাদের কাঁদিয়েছো, যাও তাদের হাসাও	৬৯
আমার রাত জাগরণ তার রাত জাগরণের মতো	৭০
মা-বাবার জন্য	৭০
নিরাপদ বিছানা	৭১
আমার পিঠ আমার পিতার জন্য সাঁকো	৭১
সদাচারী পুত্র ও বিচ্ছুর দংশন	৭১
মায়ের সঙ্গে খাবার খেতেন না	৭২
মা, আমার গালে আপনার পা রাখুন	৭২
আরবের সর্বাধিক সদাচারী	৭২
আমি কি তার হক আদায় করতে পেরেছি	৭৩
মায়ের কাছে যেতেও অনুমতি প্রার্থনা করব	৭৪
ফাতিমা রা.-কে নাবীজী সা.-এর চুমু দান	৭৫
জ্ঞানের উপকারিতা	৭৫
জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই আমার জন্য চিন্তিত	৭৬
আমার মা আপনাকে অপছন্দ করেন	৭৭

আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন	৭৭
মা-বাবার ইন্তেকালের পরও কি কোনো হক রয়েছে	৭৮
তাদের দুজনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে	৮০
পিতার প্রতি দরদ	৮০
মা-বাবার অঙ্গীকার পূরণ	৮১
আমার মায়ের অসিয়ত	৮১
মা-বাবার নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা	৮২
মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা	৮৩
এক বেদুঈনকে গাধা ও পাগড়ী দান	৮৩
জানেন, আমি কেন এসেছি আপনার কাছে	৮৪
তোমার বাবা যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন	৮৪
মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করো	৮৫
পানি পান করাও	৮৬
পিতার পক্ষ হতে হজ আদায় কর	৮৬
কবরে আমায় একলা ফেলে রেখ না	৮৭
পিতার জন্য বেদুঈন নারীর মর্সিয়া	৮৮
নবীজী এমনটি করার নির্দেশ দিয়েছেন	৮৯
পিতার ঋণ শোধ করেছি	৯৯
আপনার অভিভাবক কে	৯০
বন্দীশালার অভ্যন্তরে	৯১
মা-বাবার অবাধ্যাচারী সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব	৯২
জঘন্যতম কবিরা গুনাহ	৯৩
কেউ কি মা-বাবাকে গালি দেয়	৯৫
আরশের কাছে	৯৫
বিপদ আসার কারণ	৯৬
এসবই অবাধ্যতা	৯৬
যেমন কর্ম তেমন ফল	৯৭
বৎস, এবার থাম	৯৮
তাকে ছেড়ে দাও	৯৯
আল্লাহ তোমাকে গাধা বানিয়ে দিন	৯৯
কাঠের পাত্র	৯৯
পরিশিষ্ট : লেখক পরিচিতি	১০১

আব্বু-আম্মুকে
তাদের সিহহাত ও আফিয়াত এবং হায়াতে
তাইয়্যিবাহ তাওয়িলাহ প্রত্যাশায়।
—অনুবাদক

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ يُيَسِّرُ عَسِيْرًا . وَيُجْبِرُ كَسِيْرًا . وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا . وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ . شَهَادَةً نَدَّخِرُهَا لِيَوْمٍ كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا . أَمَّا بَعْدُ:

নিঃসন্দেহে ইসলাম যাবতীয় কল্যাণ ও সফল কাজের নির্দেশ দেয়। সকল অন্যায় ও ধ্বংসের পথ থেকে বারণ করে। আর সদাচার ও উত্তম চারিত্রিক গুনাবলীর মাধ্যমে জীবনকে রাঙিয়ে তোলার নির্দেশনা ইসলামের সে সকল অবশ্য পালনীয় বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারই প্রেমে ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ব্যয় করে, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে, যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল, তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই ধর্মভীরু। (সূরা আল-বাকারা, ২ : ১৭৭)

সদাচার ব্যক্তিগতভাবে, পরস্পরের মধ্যে, পরিবার ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে বজায় রাখাই যখন অবশ্য পালণীয় কর্তব্য, সুতরাং আবশ্যকীয় সেই বিধান যদি মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তা কতটুকু গুরুত্ব বহন করবে বলাই বাহুল্য।

কুরআনে কারীমের মনোযোগী পাঠক মাত্রই দেখে থাকবেন, আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের সঙ্গে মা-বাবার প্রতি সদাচার ও তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশটিও জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদাচরণ করো মা-বাবার সাথে। (সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদাচরণ করবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)

اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

আমার ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪)

এ সকল কোমল কথামালা ও প্রেরণাদায়ক চিত্রসমূহের মাধ্যমে কুরআনে কারীম আমাদের মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে।

বলা হয়, রবের সন্তুষ্টি মা-বাবার সন্তুষ্টির মাঝে নিহিত। আর রবের অসন্তুষ্টিও মা-বাবার অসন্তুষ্টির মাঝে নিহিত। আমি এ গ্রন্থে এমন অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছি, যেগুলো শিহরিত করে শরীরকে। অশ্রু ঝরায় চোখ থেকে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো :

১। এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলল, 'আমার মা আছেন। বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন তিনি। আমার ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়েই তিনি তার সব প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আমি তাকে গোসল করিয়ে দিই। আর তখন আমি অন্য দিকে চেহারা ফিরিয়ে রাখি। আমি কি তার হক আদায় করতে পেরেছি?' উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'না। কেননা তিনিও তোমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করতেন, আর কামনা করতেন তোমার দীর্ঘায়ু। আর তুমি তো তার বিচ্ছেদ কামনা করো!'

২। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মায়ের সঙ্গে খাবার খেতেন না। অথচ তিনি তার সঙ্গে সর্বদা উত্তম আচরণ করতেন। তাই একবার তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমার আশংকা হয়, তার সঙ্গে একত্রে খেতে বসলে হয়তো তিনি খাবারের কোনো অংশের দিকে আগে তাকাবেন, আর আমি না জেনে তা খেয়ে ফেলব। ফলে তার অসন্তোষের কারণ হব আমি!

৩। বলা হয়, এক ব্যক্তি পানি চায় তার ছেলের কাছে। ছেলে পানি এনে দেখে তার বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ফলে ছেলেটি তার বাবার ঘুম থেকে জেগে ওঠার অপেক্ষায় সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে হাতে পানি নিয়ে!

ভদ্র, চরিত্রবান ও উত্তম পরিচর্যায় প্রতিপালিত সন্তান মাত্রই মা-বাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে অপরিহার্য দায়িত্ব বলে মনে করে। কারণ তার পৃথিবীতে আসার একমাত্র মাধ্যম তার মা-বাবা। তারা তার হেফাজত ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তাকে দেখভাল করে থাকেন। আর মানুষের স্বভাব হচ্ছে যে তার প্রতি অনুগ্রহ করবে, আদর-যত্ন করবে, তার প্রতি সে দয়াশীল হবে। সুতরাং মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক একটি সুদৃঢ় বন্ধন। যা প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও উন্নত রুচিবোধেরই দাবী।

মনে রাখা উচিৎ, মা-বাবা জীবিত হোন কিংবা মৃত—উভয় অবস্থাতেই আমরা তাদের সঙ্গে সদাচরণের মুখাপেক্ষী। কেননা পরকালীন জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে আমাদের ইহকালীন জীবনের সফলতাও এর মাঝেই নিহিত।

বক্ষমাণ গ্রন্থে মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষী অনেক ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো আমি এমন ব্যক্তিদের জন্য বর্ণনা করেছি, যারা আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রত্যাশা রাখে।

হতে পারে, ঘটনাগুলো তাদের হৃদয়ে রেখাপাত করবে। পরিশুদ্ধ করবে আত্মাকে। উদ্ভ্রান্তকে দিশা দেবে। বিপথগামীকে দেখাবে আলোর পথ। আল্লাহ তাআলা সবার লক্ষ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

মুহাম্মাদ সিদ্দীক আল মিনশাবী

মা–বাবার সঙ্গে সদাচরণ প্রসঙ্গে কুরআনের কথা

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদাচরণ করো মা-বাবার সাথে। (সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬)

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

বলো, এসো, আমি তোমাদের ওইসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করো না এবং পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো। (সূরা আনআম, ৬ : ১৫১)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। এবং মা-বাবার সাথে সদাচরণ করবে। (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৩)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ

আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচারণ করতে। তবে যদি তারা তোমাদের ওপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ৮)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۟ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে, আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪-১৫)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ

আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারন করেছে এবং অতিকষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫)